# জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - এপ্রিল ২০০৮/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* লা নিনার প্রভাব সত্ত্বেও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি অব্যাহত আছে- জাতিসংঘ সংস্থা
* নেপাল: নির্বাচনের প্রাক্কালে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে জাতিসংঘের আহবান
* ২০০৮ সালে বিশ্বে চাল উৎপাদন ১.৮ শতাংশ বাড়বে - জাতিসংঘ সংস্থা
* জাতিসংঘের আগামী বৈঠকগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে
* সাধারণ পরিষদের নতুন সিদ্ধান্তে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রনের আহ্বান

## লা নিনার প্রভাব সত্ত্বেও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি অব্যাহত আছে- জাতিসংঘ সংস্থা

**৪ এপ্রিল**- জাতিসংঘ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (WMO) আজকের খবর হলো, সম্প্রতি লা নিনার কারণে নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কিছু অংশে আপেক্ষিক শীতলতা বয়ে আনলেও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি অব্যাহত আছে।

জেনেভাতে প্রকাশিত এক প্রেস বার্তায় WMO উলে-খ করে যে, দীর্ঘ দিনের গড় তাপমাত্রার চেয়ে এ বছর বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বাড়বে, যদিও লা নিনার প্রভাব ২০০৮ সালের মাঝা-মাঝি পর্যন্ত বিরাজ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

WMO এর মহাসচিব মাইকেল জ্যারার্ড বলেন যে, প্রতিটি বছর শীতলতা এবং উষ্ণতা উভয়ই বাড়লেও গড় উষ্ণতা বৃদ্ধির ধারাটি কিন্তু অব্যাহত আছে।

তিনি আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনকে চিহ্নিত করতে শুধুমাত্র কোন একটি নির্দিষ্ট বছরকে বিবেচনা করলে হবে না, বরং দীর্ঘ সময় ধরে চলা তাপমাত্রা পরিবর্তনের ধারাটিকে পরীক্ষা করতে হবে।

WMO এর প্রতিবেদন অনুসারে কেন্দ্রীয় ও পুর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কিছু অংশে সমুদ্র পৃষ্টের তলদেশের তাপমাত্রা সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে শীতল রয়েছে। তাছাড়া চীন, কেন্দ্রীয় এশিয়া , কুয়েত ও মধ্যপ্রচ্যেও শীতলতা রেকর্ড করা হয়েছে।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়া, স্কেন্ডেনেভিয়া, রাশিয়া, পশ্চিম আমেরিকা, মেস্ক্সিকো, উত্তর-পুর্ব ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাংশে গত ডিসেম্বর মাস থেকে গড় তাপমাত্রার চেয়ে বেশি তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়েছে।

## নেপাল: নির্বাচনের প্রাক্কালে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে জাতিসংঘের আহবান

**৩ এপ্রিল** - নেপালে সাংবিধানিক সংসদ নির্বাচনের সপ্তাহ খানেক আগে জাতিসংঘ বিষয়ক হাই কমিশনার দেশটির সকল রাজনৈতিক দল এবং নেপালী জনগণকে নির্বাচনী বিধি মেনে চলার এবং মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানান।

নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের মুখপাত্র ম্যারী ওকাবে বলেন, “ভয়ভীতি এবং বৈষম্যমুক্ত থাকার অধিকার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা নির্বাচনী মানবাধিকারের অন্তভুর্ক্ত।”

তিনি জানান যে, OHCHR একটি সফল ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ সকল অধিকারের প্রতি জনগণের দৃঢ় সম্মান প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতির ওপর জোরারোপ করে।

আশা করা হচ্ছে, নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ নেপালের জন্য একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করবেন, যেখানে দশকব্যাপী চলা গৃহযুদ্ধে প্রায় ১৩ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। ২০০৬ সালে সরকার এবং মাওবাদীদের মধ্যে এক শান্তি চুক্তির মধ্য দিয়ে এই গৃহযুদ্ধের আবসান ঘটে।

নির্বাচনটি গত বছর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধ ও তরাই অঞ্চলের সহিংসতা বৃদ্ধির কারণে ইতোপুর্বে তা কয়েকবার স্থগিত হয়েছে এবং মার্চে বিভিন্ন দলের সমর্থকদের মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষও এই ঐতিহাসিক নির্বাচনে বাঁধা সৃষ্টি করে।

গতকাল, দেশটিতে মহাসচিব বান কি-মুনের বিশেষ প্রতিনিধি ইয়ান মার্টিন সেনানিবাস এলাকার নির্বাচনী প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ এবং দেশটির সমস্যাকবলিত এলাকা সফর শেষে জানান যে, বর্তমানে নিরাপত্তা পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে OHCHR মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করার জন্য ৬ টি কৌশল সুপারিশ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে এটা নিশ্চিত করা যে, ভোটারগণ নির্ভয়ে পছন্দানুযায়ী ভোট প্রদান করতে পারে এবং শিশুরা রাজনৈতিক কর্মকান্ড যা তাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকী স্বরুপ, এমন কোনো কাজে অংশ গ্রহণ করবে না।

অন্যদিকে, জনাব বান ইকুয়েডরের আরাসেলি সানটানাকে নেপালে তার উপ-বিশেষ প্রতিনিধি এবং জাতিসংঘ মিশনের উপ-প্রধান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছেন। তিনি ২১ এপ্রিল ইরিত্রার তামারাত স্যামুয়েলের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

মিজ সানটানা ১৯৮০ সালে জাতিসংঘে যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ পদ যেমন-রাজনৈতিক সম্পর্ক অধিদপ্তরের (DPA) আফ্রিকা ও আমেরিকা অঞ্চলের সংস্থাগুলোর দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি UNMIN এর চীফ অফ স্টাফ হিসেবে কর্মরত আছেন।

## ২০০৮ সালে বিশ্বে চাল উৎপাদন ১.৮ শতাংশ বাড়বে – জাতিসংঘ সংস্থা

**২ এপ্রিল** – জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) আজ উলে-খ করে যে, উৎপাদনরত দেশগুলোর কঠিন সরবরাহ অবস্থায় কিছু স্বস্তি আনতে এ বছর আশা করা হচ্ছে যে বিশ্বের চালের উৎপাদন ১.৮ শতাংশ বা ১২ মিলিয়ন টন বাড়বে।
স্বাভাবিক আবহাওয়ার কারণে এশিয়ার সব প্রধান চাল উৎপাদনশীল দেশ যেমন: বাংলাদেশ, চিন, ভারত ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ডের মোট উৎপাদনের পরিমান বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। এসব দেশে চাহিদা ও সরবরাহ সম্প্রতি অনেক চাপের মুখে পড়েছে।
FAO এর জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ Concepcion Calpe বলেন, চাহিদা সরবরাহকে ছাপিয়ে যাওয়ায় এবং মুল্য অনেক বেড়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক চালের বাজার সম্প্রতি একটি কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।
তিনি আরও উলে-খ করেন ২০০৮ সালে চালের উচ্চ উৎপাদন এই চাপ কিছুটা কমাবে কিন্তু স্বল্পমেয়াদী চাপ থেকেই যাবে, কেননা মজুদ থেকে সরবরাহ হবে খুবই অল্প। তিনি উলে-খ করেন, এর অর্থ এই যে, শস্য ও নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত যেকোন ইতিবাচক বা নেতিবাচক খবরে বাজার খুবই নাটকীয়ভাবে সাড়া দেবে।
আশা করা হচ্ছে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নে চালের উৎপাদন বাড়বে বলে সংস্থা উলে-খ করে এবং কিন্তু জাপানে তা কমে যেতে পারে, কেননা গত বছর সেখানে চালের মুল্য কমে যায়।
পানির দুঃস্প্রাপ্যতার কারণে অস্ট্রেলিয়ার উৎপাদন চিত্র করুণ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন হ্রাসের কারণ অধিক-লাভের ভিন্নজাতের ফসল চাষ।
FAO এর মতে, বিক্রির জন্য সরবরাহ খুব সীমিত হওয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী চালের দাম গত জানুয়ারি থেকে ২০ শতাংশ হারে বাড়ছে। আশা করা হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামসহ ব্রাজিল ও উরুগুয়েতে নতুন পাকা ধান আসার কারণে আগামী মাসগুলোতে চালের দাম আর বাড়বে না। মিজ Calpe বলেন, এ পর্যন্ত এই শস্যগুলোর ভবিষ্যৎ ভাল বলেই মনে হচ্ছে।

## জাতিসংঘের আগামী বৈঠকগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে

**১ এপ্রিল** – জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্টিতব্য জাতিসংঘের সভায় শিল্প প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের বিশেষঞ্জগণ সমবেত হয়ে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করতে কিভাবে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় তা পরীক্ষা করবেন।
জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) এ বছরের ১৫-১৬ এপ্রিল টোকিওতে এবং ১৭-১৮ জুন লন্ডনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর আলোচনা সভার আয়োজন করবে।
ITU-এর মহাসচিব হামাদুন আই টর বলেন, বিশ্বের সবার জন্যই জলবায়ু পরিবর্তন একটি চিন্তার বিষয় এবং এটা মোকাবেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ সমাজের সকল শাখার উদ্যোগ প্রয়োজন। ITU জলবায়ু নিরপেক্ষতা অর্জন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে একটি কার্যকরি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বাড়াতে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে কাজ করতে অঙ্গিকারবদ্ধ।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সারা বিশ্বের প্রায় ২ থেকে ২.৫ শতাংশ গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমনে অবদান রাখছে এবং প্রযুক্তির সহজলভ্যতার ফলে এর মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। তা সত্বেও প্রযুক্তি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমুহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে। যেমন উচ্চ শক্তি সম্পন্ন জ্বালানী সাশ্রয়ী যন্ত্রাংশ উৎপাদন, প্রয়োগ এবং নেটওয়ার্ক তৈরি এবং পরিবেশগত উপায়ে তাদের যথাযথ নষ্ট করা। ITU এর মতে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোসহ স্বল্প কার্বন সম্পন্ন অর্থনীতি তৈরীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্যতম প্রধান প্রদায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।
ITU এর মান্নোয়ন শাখার পরিচালক ম্যালকম জনসন বলেন, আমরা ইতোমধ্যে এটা দেখেছি যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক ও যন্ত্রাংশ তৈরিতে শক্তির ব্যবহার কমানোর উপায় অনুসন্ধানের প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্যোগ নেয় ITU এবং সেই সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কিভাবে এই বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে পারে তা অনুসন্ধান করে।
সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ITU এর সাম্প্রতিক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কিভাবে যানবাহনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন কমানো এবং পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং প্রযুক্তি খাতে শক্তির ব্যবহার কমাতে একটি ধারাবাহিক পরীক্ষা চালানো সংক্রান্ত একটি কর্মশালা ।

## সাধারণ পরিষদের নতুন সিদ্ধান্তে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রনের আহ্বান

**৩১ মার্চ** – জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় আজ গৃহীত একটি নতুন সিদ্ধান্তে বিশ্বব্যাপী সড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নিতে সর্নিবন্ধ অনুরোধ জানানো হয়। জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং অন্যান্য অংশীদারদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ১.২ মিলিয়ন লোক মারা যায় এবং আরও লক্ষ লক্ষ লোক আহত বা পঙ্গু হয়। বিশ্বব্যাপী ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ হল সড়ক পারাপারের সময় আহত হওয়া।
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আজকের এই সিদ্ধান্তে স্বল্প ও মধ্য আয়ের দেশগুলোকে এই সিদ্ধান্তটিকে সমর্থন করে জাতীয় পর্যায়ে সড়ক পরাপারে হতাহতের সংখ্যা কমানোর উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানানো হয়।
এ সিদ্ধান্তে বিশ্ব নিরাপত্তার গুরুত্বের বিষয়টি তুলে ধরা হয় এবং বলা হয় সড়ক নিরাপত্তায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে এজন্য তাদের সমর্থন বাড়াতে। তাদের উদ্যোগগুলো সফল করতে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরও জোড়দার করা প্রয়োজন।
এছাড়া এই সিদ্ধান্তে প্রতিবছর নভেম্বর মাসের তৃতীয় রবিবারকে সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালন অব্যাহত রাখতে সদস্য দেশগুলোকে অনুরোধ জানানো হয়।
এই সিদ্ধান্তে রাশিয়া কর্তৃক আগামী বছর প্রথমবারের মত সড়ক নিরাপত্তা শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো হয়। এই সম্মেলনে সরকারী মন্ত্রীবর্গ এবং পরিবহন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সড়ক পারাপারে প্রচলিত আইনের প্রয়োগের সাথে সংশি-ষ্ট প্রতিনিধিগণ সমবেত হবেন।

** ** **